শ্রোতা হইয়া শ্রবণ করিবে। আর যদি কোন সদ্বক্তা উপস্থিত না হয় এবং কোন শ্রোতা উপস্থিত হয়, তবে নিজে বক্তা হইয়া শ্রীভগবন্নামাদি কীর্ত্তন করিবে। আর যদি বক্তা বা শ্রোতা পাওয়া না যায়, তবে নিজে নিজেই গান করিবে। অনন্তর পূর্ব্ব উল্লিখিত হেতুবশতঃ শ্রবণাঙ্গ ভক্তিবর্ণনের পর কীর্ত্তনাঙ্গভক্তির প্রসঙ্গ করা হইতেছে। তন্মধ্যে শ্রবণাঙ্গভক্তির মত কীর্ত্তনাঙ্গেও ক্রম বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে নামকীর্ত্তনমাহাত্ম্য। ৬।২।১০ শ্লোকে যথা—

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতং।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদবিষয়া মতিঃ॥

এই শ্লোকের উপরে শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছে—শ্রীবিষ্ণুর নামকীর্ত্তন পাতক, উপপাতক, অতিপাতক, মহাপাতক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার পাপের ইহাই (শ্রীনাম কীর্ত্তনই) শ্রেষ্ঠ, পরম পবিত্র প্রায়শ্চিত্ত। যেহেতু এই শ্রীনাম উচ্চারণে নাম উচ্চারক পুরুষের প্রতি 'এ ব্যক্তি আমারই এবং সর্ব্বপ্রকারে ইহাকে রক্ষা করিতে হইবে'—এইপ্রকার বিষ্ণুর মতি হইয়া থাকে। এ শ্লোকের অভিপ্রায় এই যে—অন্য শাস্ত্রে উল্লিখিত প্রায়শ্চিত্তে পাপ পরিহার হয় বটে, কিন্তু হৃদয় শোধন বা শ্রীবিষ্ণুর স্মৃতি হৃদয়ে উদ্বোধন হয় না। অন্য প্রায়শ্চিত্তে "আমি নিষ্পাপ"—এইরূপ অভিমান হৃদয়ে জন্মিয়া থাকে। শ্রীনামকীর্ত্তন প্রায়শ্চিত্তের মহত্ত্ব এই যে—যে জন শ্রীনামকীর্ত্তন করেন, তাহার হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণুর অনুসন্ধান না থাকিলেও অর্থাৎ আমি শ্রীবিষ্ণুর নাম করিতেছি—এইপ্রকার মনের অনুসন্ধান না থাকিলেও শ্রীবিষ্ণুর সেই নাম উচ্চারক পুরুষের কথা স্মরণ হয়, এবং এই ব্যক্তি যখন আমার নাম লইতেছে, তখন এ আমারই দাস এবং আমার দাসকে আমার সর্ব্বদাই রক্ষা করা কর্ত্তব্য। এইস্থলে বিশেষ বুঝিবার বিষয় এই যে—সমস্ত দোষের আকর শ্রীভগবদ্ বিস্মৃতি এবং সমস্ত গুণের আকর শ্রীভগবৎ স্মৃতি। শ্রীনাম উচ্চারণে শ্রীভগবৎ স্মৃতি হৃদয়ে উত্থিত হয় বলিয়াই ইহা শ্রেষ্ঠ প্রায়শ্চিত্ত। এই শ্রীনামকীর্ত্তন শ্রীভগবানের স্বরূপভূত বস্তু। যেহেতু শ্রীনামকীর্ত্তনে শ্রীভগবানে স্বাভাবিক আবেশ উদয় করাইয়া দেয়। পরম ভাগবতগণের শ্রীনামের একদেশ শ্রবণও পরম প্রীতিজনক। পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে প্রভু শ্রীরামচন্দ্রের অষ্টোত্তরশতনাম স্তোত্রে শ্রীশিবের শ্রীমুখবচন যথা—

রকারাদীনি নামানি শৃন্বতো দেবি জায়তে।
প্রীতির্মে মনসো নিত্যং রামনামবিশঙ্কয়া॥

"হে দেবি! রকারাদি নাম শ্রবণ করিলে রাম নাম সম্ভ্রমে আমার নিত্যই মনের আনন্দোদয় হইয়া থাকে।" অতএব শাস্ত্রে কথিত শ্রীনামের